# চতুর্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ ২০১৭ সমাপণী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

## শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
চতুর্থ রোল বল খেলায় অংশগ্রহণকারিবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

**আসসালামু আলাইকুম।**

'চতুর্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ-২০১৭' এর সমাপণী অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এখন ফেব্রুয়ারি মাস। একদিন আগেই আমরা পালন করেছি 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি', 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ববাসীর সম্পদ। বিশ্বের ১৯০টিরও বেশি দেশে আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতাসহ অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রমহারানো ২ লাখ মা-বোনকে।

বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন প্রথমবারের মতো ঢাকায় ১৭ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি 'চতুর্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ- ২০১৭' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এবারই প্রথমবারের মতো এই খেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৯টি দেশ ও সর্বোচ্চ ৬২৫ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করছেন। বিপুল সমারোহে এমন বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য আমি সংগঠকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রোল বল খেলাটি খুব পরিচিত খেলা নয়। তবে সময়ের ব্যাপ্তি বিবেচনায় খেলাটির পরিধি অনেক প্রসারিত হয়েছে। খেলাটি ভারত শুরু করলেও এটি এখন ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের কোন কোন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

**ক্রীড়ামোদী দর্শকবৃন্দ,**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন-দেশের সোনার ছেলেরা একদিন বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে, বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। জাতির পিতার সে স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে।

বাংলাদেশ আজ শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিশ্বের কাছে অনুসরণীয় একটি মডেল। ইতোপূর্বে আমরা আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ, এশিয়ান কাপ, সাফ গেমস্, আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক ফুটবলকাপসহ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। যা দেশ-বিদেশে প্রশংসা অর্জন করেছে।

আমার সরকার সারা দেশে সকল উপজেলায় স্টেডিয়াম স্থাপনসহ জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ করছে। তাছাড়া বড় বড় শহরে সুইমিংপুল নির্মাণসহ বিশেষায়িত ও আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরির মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

**সুধিমন্ডলী**

খেলাধুলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন একটি অতি পরিচিত নাম। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৮ ফুটবলে বাংলাদেশের সফলতা এবং নারী ক্রিকেট দলের সাফল্যে আমরা গর্বিত। আর ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ এখন একটি শক্তিশালী দল।

আমাদের সরকারের সময় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আইসিসি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেই। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকে অবাক করে দেয়।

আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আটটি ম্যাচ এবং চারটি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০০৯, ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১০, আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বাছাই পর্ব-২০১১, এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১২, এশিয়া কাপ ক্রিকেট-২০১৪ ও ওয়ার্ল্ড টি-টুয়েন্টি বাংলাদেশ-২০১৪ সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের সফল আয়োজক বাংলাদেশ।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ১৯৯৭ সালে আইসিসি বাংলাদেশকে ওয়ান-ডে মর্যাদা ও ২০০০ সালে বিশ্বের ১০ম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এখন আমাদের মহিলা ক্রিকেট দলও ওয়ান-ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। ৮ম সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল স্বর্ণ পদক লাভ করে।

হকি, শ্যুটিং, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবল, আরচ্যারি, জিমন্যাস্টিক্স ও বিচ ফুটবলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ অলিম্পিকেও বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের উত্থযোগ্য সাফল্য রয়েছে।

এ সাফল্য ধরে রাখতে খেলাধুলা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বরাদ্দের দিকে নজর দিচ্ছে। গ্রাম কিংবা শহর সকল পর্যায়ে খেলার মাঠ সংরক্ষণের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে।

অনেক স্থানে খেলাধুলার মাঠ নেই। এমন সব এলাকায় 'স্বল্প জায়গায় খেলার মত' দেশীয় খেলার চর্চা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে দড়ি লাফ খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্প জায়গায় খেলা যায় এবং সারা শরীরে এর প্রভাব পড়ে।

তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বেছে নিয়ে বিভিন্ন গেমসে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সকল ক্রীড়া ফেডারেশন এবং জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বরাদ্দকে আমি কখনোই ব্যয় মনে করি না। মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সুস্থ শরীর একান্ত দরকার। তাই জাতীয় স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে ক্রীড়াঙ্গনের বরাদ্দ আমি সব সময় বিনিয়োগ মনে করি।

আমার সরকার প্রতি বছর বাজেটে ক্রীড়াঙ্গনের বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। তবে এই বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। সে কারণে বিশেষ প্যাকেজ গ্রহণ করে আমরা ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করব।

আগামীতে দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের সামগ্রিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পদ্মার চরে সুপরিসর ক্রীড়া পল্লী নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই যার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

আমরা মনে করি যুব সমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার কোনো বিকল্প নেই। সরকার এই লক্ষ্য নিয়ে যুব সমাজকে দেশপ্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' দর্শনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে। তাই সরকার খেলাধুলা প্রসারের সহায়ক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সরকারের গৃহিত কর্মসূচির ফলে যুব সমাজের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ এবং শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণতা আসবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে। দেশের সকল অপ্রচলিত দেশীয় খেলার অনুশীলনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা দিতে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা'র কথা বিবেচনা করে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

বিভিন্ন গেমস এর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন রেফারি, আম্পায়ার, প্রশিক্ষক, চিকিৎসক, পুষ্টিবিদসহ অনেকে। তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়নে আমরা আরও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

'রোল বল স্কেটিং' প্রতিযোগিতায় পুরুষ ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি মহিলা ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নারী-পুরুষের সমতা ও সমঅধিকার অর্জনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

আমাদের সরকার নারীবান্ধব নীতি অবলম্বন করে সমাজের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি প্রমিলা ক্রীড়াবিদদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

**অতিথিবৃন্দ,**

'রোল বল স্কেটিং' খেলাটি বাংলাদেশে এখনো তেমন পরিচিত ও জনপ্রিয় নয়। তবে, এবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আমি আশা করি। ঢাকাসহ দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এ খেলাটির প্রতি খেলোয়াড়দের আগ্রহী করে তুলতে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় ইনডোর স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আমি 'চতুর্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ-২০১৭' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩৯টি দেশের অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ, সংগঠকবৃন্দ, প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানাই।

আজকাল খেলা মাঠে গড়ালে তা খেলোয়ারদের মধ্যে কেবল বন্ধুত্ব কিংবা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। 'ট্রাক থ্রি ডিপলোমেসী'র এই সময়ে খেলাও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আঞ্চলিক সম্পর্ককেও মজবুত করতে পারে।

এবারের আয়োজনে অংশ নেওয়া ৬২৫ জন ক্রীড়াবিদ বাংলাদেশ দেখে গেলেন। আপনারা নিজের দেশে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে এ্যাম্বাসেডরের ভূমিকা পালন করবেন। I request all the players to tell the story of Bangladesh in their country; I consider them as Ambassador of Bangladesh in their home country.

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামগ্রিক সাফল্যের জন্য যারা কাজ করছেন তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...